যুগান্তর

তারিখ 17 JUL 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

আজ বিএসসি নার্সিং পরীক্ষা

প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ

রাশেদ রাব্বি

সরকারি ও বেসরকারি ১৫টি নার্সিং কলেজের অধীনে বিএসসি নার্সিং প্রিলিমিনারি ও কমপ্রিহেন্সিভ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্টরা। তারা জানান, পরীক্ষার সপ্তাহখানেক আগেই এ প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। আজ সকাল ১০টায় রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এ পরীক্ষা শুরু হচ্ছে।

এ পরীক্ষায় পাস করলেই নার্সরা গ্রাজুয়েট হন। তাছাড়া সরকারি নার্সদের ক্ষেত্রে গ্রাজুয়েট না হলে তারা পদোন্নতি পান না।

সংশ্লিষ্টদের আরও অভিযোগ, ঢাকার

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

একমাত্র সরকারি বিএসসি নার্সিং কলেজ-সেবা মহাবিদ্যালয় থেকে এ প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। নিয়ন-নীতির তোয়াক্কা না করে কলেজ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদেই এই প্রশ্ন ফাঁসের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর সঙ্গে কয়েকটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্সরাও জড়িত। এই চক্র বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের কাছে এক থেকে দেড় লাখ টাকায় প্রশ্ন বিক্রি করেছে। সব মিলিয়ে প্রশ্ন ফাঁসের মাধ্যমে একটি চক্র হাতিয়ে নিয়েছে প্রায় কোটি টাকা।

অভিযোগ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সেবা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অ্যান্থনীয়া ডি কস্টা শনিবার যুগান্তরকে বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস ওয়ার বিষয়টি একেবারেই গুজব। এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন সম্পর্কে তিনি বলেন, যা হয়েছে সব নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে এবং ডিন অফিস এসব বিষয়ে অবগত আছে। তিনি দাবি করেন, সেবা মহাবিদ্যালয়ে কোনো অনিয়ম হয় না।

পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক, বেসরকারি নার্সিং কলেজের কয়েকজন বিএসসি পরীক্ষার্থী যুগান্তরকে বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে তারা দেখেছেন। হাতে লেখা এসব প্রশ্ন লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা গ্রুপ করে এসব প্রশ্ন কিনেছেন। তারা আজ অনুষ্ঠিতব্য বিএসসি নার্সিং ফাইনাল পরীক্ষার কমপ্রিহেন্সিভ নার্সিং অ্যান্ড প্যাথোফিজিওলজির একটি প্রশ্নের কপি এই প্রতিবেদককে সরবরাহ করেছে।

জানা গেছে, বাংলাদেশের সব সরকারি হাসপাতালে নার্সদের প্রশাসনিক পদ নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট, ডেপুটি নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট, সেবা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, নার্সিং কলেজ বা নার্সিং ইন্সটিটিউটের লেকচারার হতে হলে বিএসসি নার্সিং বা বিএসসি পাবলিক হেলথ নার্সিং ডিগ্রি থাকা আবশ্যক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের অধীনে পরীক্ষা দিয়েই নার্সদের এই ডিগ্রি অর্জন করতে হয়।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মো. ইসমাইল খান শনিবার রাতে টেলিফোনে যুগান্তরকে বলেন, আগামীকাল (রোববার) সকাল ১০টার মধ্যে যুগান্তরের কাছে থাকা হাতের লেখা প্রশ্নপত্রের অনুলিপি তার কাছে পৌঁছানোর অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, যদি এই অনুলিপির সঙ্গে আজকের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে হুবহু মিল পাওয়া যায়, তাহলে পরীক্ষা বাতিলসহ এ ব্যাপারে অবশ্যই প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের অধীনে সরকারিভাবে এই কোর্স পরিচালিত হয় মহাখালী সেবা মহাবিদ্যালয়ে। যেসব নার্স দুটি ডিপ্লোমা পাস করে চাকরিতে যোগদান করেন, তারা হাসপাতালে ১০ থেকে ১৫ বছর চাকরি করার পর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এখানে ভর্তি হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের অধীনে পরীক্ষা হলেও এর প্রশ্নপত্র নিরূপণ, প্রণয়ন বা মডারেশনসহ সব কাজই সম্পাদন হয় মহাখালী বিএসসি নার্সিং কলেজে। শুধু প্রশ্নপত্র ছাপানোর কাজটি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সার্বিক কাজের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকেন সেবা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেবা মহাবিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র লেকচারার যুগান্তরের কাছে অভিযোগ করেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস করার জন্য পরিকল্পিতভাবে বেশকিছু অনিয়ম করা হয়েছে। তিনি জানান, নিয়মানুযায়ী পরীক্ষার আগে বিভিন্ন নার্সিং কলেজ থেকে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ডিন অফিসে পাঠানো হয়। সেখানে বসে প্রশ্ন চূড়ান্ত বা মডারেশন করা হয়, তারপর ছাপা হয়। এই মডারেশন ডিন অফিসে করা হয়। যেহেতু এই মডারেশন করা প্রশ্নপত্র দিয়েই পরীক্ষা হবে, তাই তা প্রণয়ন বা মডারেশন পরীক্ষার ২ থেকে ৩ দিন আগে অত্যন্ত গোপনে করা হয়। কিন্তু জুলাইয়ের ১৭ তারিখ পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারিত হলে অজ্ঞাত কারণে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। ওই লেকচারার দাবি করেন, অগ্রিম প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে বিক্রির মাধ্যমে কোটি টাকা হাতিয়ে নিতে সংশ্লিষ্ট একটি চক্র এই কাজ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে আরও অভিযোগ, কলেজ কর্তৃপক্ষ এমন কিছু লোক দিয়ে প্রশ্ন করিয়েছেন যারা নিয়মানুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে পারেন না। ডিন অফিসে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে চাকরিরত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের দিয়ে নিজেদের মতো প্রশ্ন করিয়েছেন। এর মধ্যে একজনকে সম্প্রতি কর্মচারী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করায় যাকে টেকনাফে বদলি করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও বক্ষব্যাধি হাসপাতালের একজন করে সিনিয়ার স্টাফনার্স। জানা গেছে 'কমিউনিটি হেলথ নার্সিং' ও 'মেন্টাল হেলথ' বিষয়ে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করেছে যথাক্রমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও বক্ষব্যাধি হাসপাতালের ও সিনিয়র স্টাফ নার্সরা। সেবা মহাবিদ্যালয় সংশ্লিষ্টরা জানান, নিয়মানুযায়ী কারিকুলাম ডকুমেন্ট (যা দিয়ে কলেজ কার্যক্রম পরিচালিত হয়) অনুসারে যে শিক্ষক যে বিষয় পড়ান, তিনিই সেই বিষয়ের প্রশ্ন করবেন। কারিকুলাম ডকুমেন্টের ১০৪ পাতায় লেখা আছে, যে শিক্ষক যে বিষয় পড়ান তিনি সে বিষয়ে প্র্যাকটিকালের নম্বও দেবেন এবং লিখিত ও ভাইভা পরীক্ষা নেবেন। কিন্তু এই পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেছেন এমন অনেকে যারা শিক্ষক নন।

প্রশ্নপত্র প্রণয়নে যুক্ত ছিলেন কিনা জানতে চাইলে বক্ষব্যাধি হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফনার্স শীলা হিরা বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি যুগান্তরকে বলেন, নিয়মানুযায়ী তিনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেছেন। যারা বলেছেন নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে তারা না জেনেই বলছেন। সেবা মহাবিদ্যালয়ে নিয়মের বাইরে কিছু হয় না।